23-5-52

পারিজাত থিয়েটার্সের

রাণী ভবানী

ইন্দ্রজিত সিংহের প্রযোজনায়

পারিজাত থিয়েটার্স-এর সশ্রদ্ধ নিবেদন

রাণী ভবানী

চিত্রনাট্য ও পরিচালনা :—রতন চ্যাটার্জ্জি

কাহিনী :
পারিজাত কাহিনী সংসদ
নাট্যকার মন্মথ রায়
রতন চ্যাটার্জি
কবি বিমলচন্দ্র ঘোষ
কবি বটকৃষ্ণ দাস

*

চিত্র গ্রহণ :
অনিল গুপ্ত

শিল্প নির্দেশন :
তারক বসু

*

কর্মসচিব :
সুধীর চ্যাটার্জি

ব্যবস্থাপনা :
প্রভাত দাস
অনাদি ব্যানার্জি
সুরেন সাউ
অনিল নিয়োগী
আশু গুহ

অতিরিক্ত সংলাপ-সংযোজনা :
বটকৃষ্ণ দাস

গীত রচনা :
জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র
বটকৃষ্ণ দাস
শ্যামল গুপ্ত

*

শব্দ ধারণ :
গৌর দাস

পশ্চাদপট অঙ্কন :
এস্ রামচন্দ্র

*

রূপ-রঞ্জন :
শৈলেন গাঙ্গুলী

সাজ-সজ্জা :
পঞ্চু দাস
প্রসাদ শীল

সংগীত পরিচালনা :
দক্ষিণা মোহন ঠাকুর

আবহ-সংগীত
টেগোর অর্কেষ্ট্রা

নৃত্য পরিকল্পনা :
কুমারী প্রীতিধারা

*

সহযোগী পরিচালক :
তারু মুখার্জি

সম্পাদনা :
রবীন দাস

*

অঙ্গাবরণ :
বিমল মুখার্জি

আলোক প্রতিফলন :
শান্তি সরকার
হেমন্ত দাস
ধ্রুব, মণীন্দ্র

পরিপ্রেক্ষণ :
বিনয়েন্দ্র সিংহ

প্রচার :
অনুশীলন এজেন্সী লিঃ

পরিস্ফুটন :—ইন্দ্রপুরী সিনে ল্যাবরেটরী, বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরী ও ফিল্ম সার্ভিসেস্।

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে RCA শব্দযন্ত্রে গৃহীত

পরিবেশনায় :—**নারায়ণ পিকচার্স**

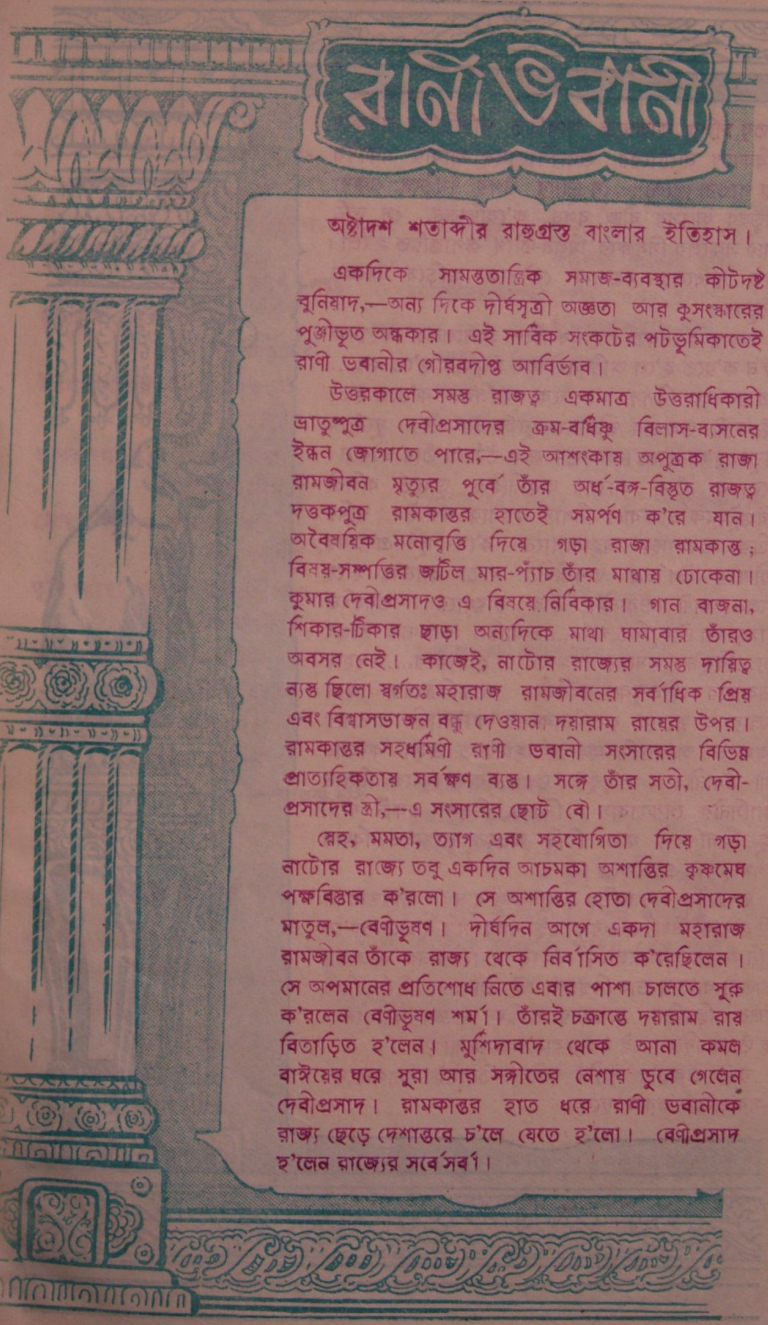

অষ্টাদশ শতাব্দীর রাহুগ্রস্ত বাংলার ইতিহাস।

একদিকে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার কীটদষ্ট বুনিয়াদ,—অন্য দিকে দীর্ঘসূত্রী অজ্ঞতা আর কুসংস্কারের পুঞ্জীভূত অন্ধকার। এই সার্বিক সংকটের পটভূমিকাতেই রাণী ভবানীর গৌরবদীপ্ত আবির্ভাব।

উত্তরকালে সমস্ত রাজত্ব একমাত্র উত্তরাধিকারী ভ্রাতুষ্পুত্র দেবীপ্রসাদের ক্রম-বর্ধিষ্ণু বিলাস-ব্যসনের ইন্ধন জোগাতে পারে,—এই আশংকায় অপুত্রক রাজা রামজীবন মৃত্যুর পূর্বে তাঁর অর্ধ-বঙ্গ-বিস্তৃত রাজত্ব দত্তকপুত্র রামকান্তর হাতেই সমর্পণ ক'রে যান। অবৈষয়িক মনোবৃত্তি দিয়ে গড়া রাজা রামকান্ত; বিষয়-সম্পত্তির জটিল মার-প্যাঁচ তাঁর মাথায় ঢোকেনা। কুমার দেবীপ্রসাদও এ বিষয়ে নির্বিকার। গান বাজনা, শিকার-টিকার ছাড়া অন্যদিকে মাথা ঘামাবার তাঁরও অবসর নেই। কাজেই, নাটোর রাজ্যের সমস্ত দায়িত্ব ন্যস্ত ছিলো স্বর্গতঃ মহারাজ রামজীবনের সর্বাধিক প্রিয় এবং বিশ্বাসভাজন বন্ধু দেওয়ান দয়ারাম রায়ের উপর। রামকান্তর সহধর্মিণী রাণী ভবানী সংসারের বিভিন্ন প্রাত্যহিকতায় সর্বক্ষণ ব্যস্ত। সঙ্গে তাঁর সতী, দেবী-প্রসাদের স্ত্রী,—এ সংসারের ছোট বৌ।

স্নেহ, মমতা, ত্যাগ এবং সহযোগিতা দিয়ে গড়া নাটোর রাজ্যে তবু একদিন আচমকা অশান্তির কৃষ্ণমেঘ পক্ষবিস্তার ক'রলো। সে অশান্তির হোতা দেবীপ্রসাদের মাতুল,—বেণীভূষণ। দীর্ঘদিন আগে একদা মহারাজ রামজীবন তাঁকে রাজ্য থেকে নির্বাসিত ক'রেছিলেন। সে অপমানের প্রতিশোধ নিতে এবার পাশা চালতে সুরু ক'রলেন বেণীভূষণ শর্মা। তাঁরই চক্রান্তে দয়ারাম রায় বিতাড়িত হ'লেন। মুর্শিদাবাদ থেকে আনা কমল বাঈয়ের ঘরে সুরা আর সঙ্গীতের নেশায় ডুবে গেলেন দেবীপ্রসাদ। রামকান্তর হাত ধরে রাণী ভবানীকে রাজ্য ছেড়ে দেশান্তরে চ'লে যেতে হ'লো। বেণীপ্রসাদ হ'লেন রাজ্যের সর্বেসর্বা।

তবু চলিষ্ণু কালচক্রে আবর্তিত পরিস্থিতির নাটকীয় ক্রমবিকাশে নাট্যোরের হৃত-সিংহাসন আবার একদিন ফিরে পাওয়া গেলো। যে ভূমির উপর দাঁড়িয়ে একদা বেণীভূষণ ধ্বংসের বীজ বপন ক'রেছিলেন, সে ভূমি আবার সকলের সিসৃক্ষার মিলন-তীর্থে রূপান্তরিত হ'লো। উদ্যত শৃংখলের বন্ধনকে কৌশলে এড়িয়ে গেলেন বেণীভূষণ।

অলক্ষ্যের দেবতা তবু মুখ টিপে হাসলেন। মহত্বকে অর্জন ক'রতে হ'লে অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন হ'তে হয়,... সহস্র রকমের বিপদ আপদকে আলিঙ্গন ক'রতে হয়। তাই রাণী ভবানীর জীবনেও দুর্য্যোগের পর দুর্য্যোগ ঘনীভূত হ'য়ে এলো। আগুন জ্বলে উঠলো তাঁর জীবনে। হয়তো বা তাঁর আত্মার অন্তর্নিহিত ভূগর্ভে বন্দিনী স্বর্ণখণ্ডটুকুকে একেবারে নিখাদ করবার জন্যই। স্থবির রাত্রির তমসাচ্ছন্ন মহাশ্মশানে ব'সে সূর্য্য-প্রণামের প্রতীক্ষায় ঊর্ধ্বনেত্র তপস্বিনীর মতো ধ্যানমগ্ন হ'য়ে রইলেন রাণী ভবানী। তাঁর চারধারে তরঙ্গিত মহাসমুদ্রের উচ্ছ্বসিত গর্জন,...ক্রমায়িত অরণ্যের তাণ্ডব নৃত্য...বিক্ষুব্ধ সময়ের আর্ত হাহাকার,...অসহায় মানবাত্মার মৌন-মূক সংগীত। আত্মবিস্মরের জন্য বাংলার আত্মহারা কুলতিলকদের আত্মঘাতী লালসার মাঝখানে আত্মশুদ্ধি করার মহান-ব্রত গ্রহণ করলেন রাণী ভবানী। স্বর্ণমুকুট ত্যাগ ক'রে অঙ্গে নিলেন সন্ন্যাসিনীর গেরুয়াবাস। নিরাভ, নিষ্কম্প একটি দীর্ঘ, ঋজু দীপশিখার মতো তিনি জ্বলতে লাগলেন বিধ্বস্ত দেশমাতৃকার-প্রাণকেন্দ্রে।

ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ভারতবর্ষের ইতিহাসকে নিয়ন্ত্রিত করার এই পরম ক্ষণে কেমন ক'রে তিনি আহরণ ক'রলেন? কোন্ মহাজীবনের বীজমন্ত্রে সনাতনী বাংলার ভাব-বিগ্রহের এই প্রাণগঙ্গা তিনি নিয়ে এলেন ছিন্নভিন্ন শ্মশানের সাধিক যজ্ঞের বেদীমূলে? কে তাঁকে দিলো এই সব-হারাবার জয়মাল্য?

রাণী ভবানীর সুদীর্ঘ জীবনেতিহাস আপনাদের এ-সব প্রশ্নের জবাব দেবে।

সংগীতাংশ

সতীর গান

ঘুম নেই ঘুম, রজনী নিঝুম,
প্রিয় আর জাগে প্রিয়া,
ফুলের বাসরে পূর্ণিমা চাঁদ
জাগে ঘুম-ভাঙানিয়া।
উতলা ফাগুনে মনবনে আজ
গানের মুকুল জাগে,
সুরের বলাকা মেলে দেয় পাখা
হৃদয়ের অনুরাগে,
তোমার-আমার জীবনের কবি
জাগে তাই মরমিয়া।
তুমি আছো আর আমি আছি আজ
ভুবন ভরিয়া দোঁহে,
আছি নিশিদিন, স্বপন-রঙিন
শত-জনমের মোহে,
ওগো সুন্দর, তুমি যে আমার
অন্তর রাঙানিয়া।

—বটকৃষ্ণ দাস

[২]

কমল বাঈ-এর গান

আমি যে রূপের শিখা
ফাগুন রাতের সাকী,
মিলন বাসরে প্রিয়
কামনা জ্বালায়ে রাখি।
জাগায়ে মুকুলগুলি
পেয়ালা ভরিয়া তুলি,
বিরহী বঁধুরে আমি
চকিত চমকে ডাকি।
হায় এই ভালবাসা
জানেনা, মানেনা বাধা,
গানের বাঁশরী মম
দখিণা হাওয়ায় সাধা।
আমি যে মিলন মেশা
অধরে মধুর নেশা,
নিরালা আঁধার ঘরে
স্বপন ঝরানো আঁখি।

—বটকৃষ্ণ দাস

[৩]

বৈরাগীর গান

এসো মা আনন্দময়ী
ও আমার উমারাণী,
বাজারে শঙ্খ তোরা
সাজা ফুলে গৃহখানি।
হেরিব সুবদনে,
ভরিয়া দু'নয়নে,
ধরণী উজল করো
ও রূপ আলোক আনি।
ধ্বনিবে আগমনী বিহগের কলগীতে
সাজাবে বরণডালা শতদল, শেফালীতে।
মা হ'য়ে মায়ের মতো
মুছে দে' মা ব্যথা যতো,
পাষাণের মেয়ে যে তুই,
জানি তবু ন'স্ পাষাণী।

—শ্যামল গুপ্ত

[৪]

তরজা গান

(উভয়ে) জগতরাণী মা ভবানী তোমায় নমস্কার,
রসময়ী রসনায় ভর করো আমার।

(বৃদ্ধ) রসের বিচার করবো এবার শুন সভাজন
ভেবোনা এই শুকনো কাঠে ঘুণের আয়োজন।
(মরি হায়রে, রসের মহিমা অপার)

(যুবক) শুনোনা আদ্যিকালের রসের কথা বস্তা পচা মাল,
আমাদের নব্যযুগের ভব্য রসের পাবেনা নাগাল।
হৃদয়ে হৃদয় দিয়েছো, নয়নে নয়ন খুয়েছো?
ঠুনাঠুন্ চুড়ির আওয়াজ শুনে কভু জানালা খুলেছ?
বলোনা হে রসিক খুড়ো কি করেছো?
ওই ধি-ধি-ধিনা টিপ, কানে পরো টিপ,
জানি হে জানি খুড়ো বিধি তোমার বাম।
(মরি হায়রে, রসের মহিমা অপার।)

(বৃদ্ধ) আরে ও পুঁচকে ছোঁড়া কলির কেষ্ট অলিগলিতে,
ঘুরে হায়রাণ হলি, তাও কি পারলি নয়ন ছলিতে?
যদিও বুড়ী রসিক খুড়ী মিঠে পানের দোনা,
নিশুত রাতে পাশ ফিরিলে মুখে মারে ঠোনা।
এবার বুড়ো শকুন মুখে আগুন লাগাবো তোমার।
(মরি হায়রে, রসের মহিমা অপার।)

—জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

[৫]

রামকৃষ্ণর গান

জয় কালী, জয় কালী ব'লে
আমি ডুব দিয়েছি গঙ্গাজলে,
পারের কড়ি চাইনে গো মা
জীবন, মরণ তোরি কোলে,
(আমার) ভুলের বোঝা, মায়ার খেলা
ঘুচুক এবার 'মা মা' ব'লে॥

—বটকৃষ্ণ দাস

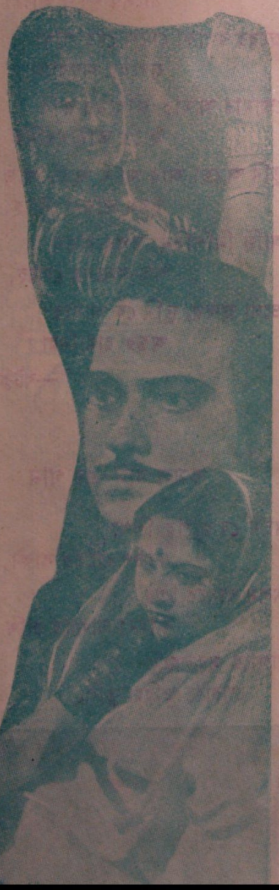

সহকারী ঃ

সংগীত ঃ
নির্মল বিশ্বাস

শব্দধারণ ঃ
সিদ্ধি নাগ

শিল্প নির্দ্দেশ ঃ
নরেশ ঘোষ

পরিচালনা ঃ
কার্ত্তিক ঘোষ
রমেন মুখার্জি

কর্মসচিব ঃ
মুরারি ঘোষ
বারীন ঘোষ
শম্ভু ঘোষ

রূপরঞ্জন ঃ
অনন্ত দাস
প্রমথ চন্দ

চিত্র গ্রহণ ঃ
ননীগোপাল দাস
জ্যোতির্ময় লাহা
অনিল ঘোষ
আশু দত্ত
অমলেন্দু দাসগুপ্ত

সম্পাদনা ঃ
শেখর চন্দ
অনিল সরকার

রূপায়ণে ঃ

চন্দ্রাবতী, বিমান, বেচু সিংহ নবদ্বীপ,
পাহাড়ী, রেণুকা, তুলসী চক্রবর্ত্তী নৃপতি,
ধীরাজ, প্রীতিধারা, কালী বন্দ্যোপাধ্যায় রাজলক্ষ্মী,
সন্ধ্যারাণী, শ্যামলাহা মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, অপর্ণা,
রাধামোহন, সুদীপ্তা, বিপিন মুখোপাধ্যায়, উষা,
নরেশ বসু, সরোজ বন্দোপাধ্যায়, হরিমোহন, তপন মিত্র, বেণু মিত্র, ক্ষিতিশ শেঠ,
মধুসূদন চট্টোপাধ্যায়, শচীন দাস (এঃ), কুমারী মঞ্জু, কুমারী মাধুরী,
মাঃ সুখেন, দেবু মুখোপাধ্যায়, সরজিত চট্টোপাধ্যায়, দেবু সুর, কাশ্মীর দত্ত,
তারক গঙ্গোপাধ্যায় (এঃ), নীলু বন্দ্যোপাধ্যায়, নগেন কুণ্ডু, গোপাল দে,
আশিস মুখোপাধ্যায় (এঃ), শৈবেশ ভট্টাচার্য্য, হৃষীকেশ বন্দ্যোপাধ্যায়,
শচীন মুখোপাধ্যায়, অনাদি, প্রভাত, রেবতী, সুরেন, পঞ্চু, পল্টু,
রামু, দুলাল, কানাই, শম্ভু, সুবল, প্রভাত রায়, অনিল,
সুধাংশু, রণেন, চিতু, রেণু দত্ত, লিলি বিশ্বাস,
লীলা দত্ত এবং আরো একহাজার একজন।

এস, বি, প্রোডাকসন্সের
পরবর্ত্তী নিবেদন
শরৎচন্দ্রের
পল্লী-সমাজ
ভূমিকায় :—সুনন্দা, মলিনা,
জহর ও বীরেন চট্টোপাধ্যায়
পরিচালনা :—নীরেন লাহিড়ী

নারায়ণ পিকচার্সের
পরিবেশনায়
আগামী দিনের
স্মরণীয়
চিত্র-নিবেদন !

শ্রীমতি পিকচার্সের
পরবর্ত্তী নিবেদন
শরৎচন্দ্রের
দর্পচূর্ণ
প্রযোজনা : কানন দেবী
শ্রেষ্ঠাংশে : কানন দেবী

প্রোডাকসন্ সিণ্ডিকেট লিঃ-এর
পরবর্ত্তী নিবেদন
বাঁশের কেল্লা
কাহিনী : মনোজ বসু
প্রযোজনা ও পরিচালনা :
সুধীর মুখোপাধ্যায়

কলারূপা লিঃ ও
চারুচিত্র লিঃ-এর নিবেদন
শরৎচন্দ্রের
নিষ্কৃতি
পরিচালনা :
পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

পরিবেশক নারায়ণ পিকচার্সের পক্ষ হইতে
সুনীল বসু মল্লিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত এবং
অনুশীলন প্রেস, ৪৮, ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট,
কলিকাতা ১৩ হইতে মুদ্রিত।